‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী’

দিলরুবা শাহানা

মনের যে কোন অনুভূতি প্রকাশের জন্য নিজের তৈরী বাক্য বা শৈলী যদি মনপূতঃ না হয় তক্ষুনি একজনের পানে ছুটে যাই। কে উঁনি? উঁনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একদিন বহুআগে পত্রিকাতে কবিগুরু সম্পর্কে লিখেছিলাম। সে লেখারও শিরোনাম ছিল এটি। অন্ধ গায়ক ইতালীর আন্ড্রে বোচ্যালীর প্রাণকাড়া গান মুগ্ধ হয়ে শুনেছি আর ভেবেছি একদিন তাঁর সাথে দেখা হলে বলবো

‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি’

বাংলাদেশের মেয়ের ইতালীয় শিল্পীর গান ভাল লাগে! কবি গুরু রবীন্দ্রনাথও বহু আগেই ইতালীর লোকগীতির সুরে মুগ্ধ হয়ে সে সুরে গান বেঁধেছিলেন। যে তথ্য অনেকেরই জানা। তাঁর মত গুণী যদি ইতালীর গানের সুরে বাঁধা পড়ে থাকেন তবে সাধারন কেউ তা থেকে দূরে থাকবে কি ভাবে?

এই লেখা রবীন্দ্রনাথের ইতালীয় সঙ্গীতে মুগ্ধতা ও অন্ধ গায়কের ঐন্দ্রজালিক কণ্ঠশৈলী বিষয়ে নয়।

এ হচ্ছে সুর ও কথার শৈলীতে শ্রোতাকে আবিষ্ট করার রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার শক্তির কথা। বন্যার গান শুনেও অনেকেই ‘তুমি কেমন করে গান করহে গুণী...’ এই অনুভূতি দোলায় আন্দোলিত হয়েছেন নিশ্চিত।

বন্যা শুধু সুগায়িকা নন, শৈল্পিকভাবে জানা তথ্য উপস্থাপনেও সমান পারদর্শী। রেজওয়ানা মেলবোর্নে আগেও এসেছেন। অনুষ্ঠান করে শ্রোতাদের আনন্দিত করেছেন। খুব সম্ভবতঃ ১৯৯৬ কি ’৯৭ সালের ঘটনা তখনও মেলবোর্ন ইউনির মেলবা হলে অনুষ্ঠান হয়েছিল।

তবলাশিল্পী ছিলেন চন্দন দত্ত। গান গুলো শুরুর আগেই ঐ গানটি সম্বন্ধে দ,'চার কথা বলে নিচ্ছিলেন বন্যা। মনে হয়েছিল বন্যা শুধু কণ্ঠে ঋদ্ধ নন তথ্যেও সমৃদ্ধ। আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় গান

'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
যাবোনা ঐ মাতাল সমীরণে...'

জানিনা কি কারণে গানটি শুনলেই কেমন যেন অকারণ কষ্ট ঘনিয়ে আসে মনে। আপাতঃ মনে হয় প্রেমের গান বা বসন্তের গান যাতে একটি লাইন 'যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরনে'। বন্যা ঐ অনুষ্ঠানে এ গান সৃষ্টির পেছনে এক বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ননা করেন। আগে ঐ গান শুনলে নাম না জানা কষ্ট হতো এখন শুনলে বুকের মাঝে শব্দহীন শিশিরের মতো কান্নারা ঝরে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে মাকে হারান, শুরু হয় কবির প্রিয়জন হারানোর বেদনাসহার পালা। কবিকে ৭১বছর বয়সেও প্রিয়জন হারানোর হাহাকারে আপ্লুত হতে হয়েছে আদরের পৌত্র নীতুর মৃত্যুতে।

কবি পুত্র মাতৃহারা শমী এগারো বছর বয়সে মারা যায়। বাংলাদেশের আরেক কবি লিখেছিলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বোঝা হচ্ছে পিতার কাঁধে পুত্র বা সন্তানের লাশ। বিশ্বকবিকে এমন বোঝা শুধু একবার বইতে হয়েছে তা কিন্তু নয়। কন্যা মাধুরীলতা ও পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যুর কঠিন শোকের বোঝা কবিকে বইতে হয়েছে।

ঐ গানটি বিষয়ে বন্যা বলেছিলেন যে শমীর মৃত্যুর পর বা একবছর পর শমীর স্মৃতিকে মনে করে কবি হৃদয়ের আকাঙ্খা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই গানে। রেজওয়ানার কথা বলাও এমন আন্তরিক নম্রতা মেশানো ছিল যে তা আজও গাঁথা আছে মনে। গানটি শুনলেই বুকের মাঝে হু হু করে কষ্টরা।

এবার মেলর্বোনের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'শ্রোতার আসর' রেজওয়ানার অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যস্ত। স্নিগ্ধশ্রী, সুকণ্ঠী, মিষ্ঠিভাষী বন্যার গান শিল্পীর সামনে বসে শুনতে লোকজনেরা উৎসাহী খুবই। শুধু গান নয় বন্যা গানের সাথে গানটি সম্পর্কে মনোগ্রাহী তথ্যও দিয়েও শ্রোতাদের মুগ্ধ করবেন বলে বিশ্বাস।